রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৯.৩৫.০১৬.০০৪.০০০০.০৪৬.২০১৪(অংশ-১)-অনুবাদ-২০১৪—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে "The Highways Act, 1925 (Bengali Act, III of 1925)" নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

মহাসড়ক আইন, ১৯২৫*
(১৯২৫ সনের ৩ নং আইন)

[২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫]

বাংলাদেশে সরকারি সড়কের অধিকতর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশে সরকারি সড়কে প্রতিবন্ধকতা ও অবৈধ দখল প্রতিরোধ এবং সড়কের উপর অথবা সড়কের সন্নিকটে বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ, অনুরূপ সড়কের সংরক্ষণ এবং মেরামত অথবা অন্যান্য কার্য বা জনস্বার্থে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ও যানবাহনের নিরাপত্তা প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

[১][***]

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন [২][***] মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

"সরকারি সড়ক" অর্থে সরকারের নিকট ন্যস্ত অথবা সরকারের পূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পরিচালনাধীন কোনো সড়ক এবং—

(ক) অনুরূপ সড়কের ঢাল, বার্ম, বরো-পিট এবং পার্শ্ববর্তী ড্রেইন;

(খ) পূর্ত বিভাগের নিকট ন্যস্ত অথবা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পরিচালনাধীন সরকারি সড়ক সংলগ্ন সকল ভূমি এবং বাঁধ;

(গ) সরকারি সড়কের উপর বা আড়াআড়িভাবে নির্মিত সকল সেতু, কালভার্ট অথবা কজ ওয়েস (cause ways); এবং

(ঘ) সরকারি সড়ক অথবা সরকারি যেকোনো ভূমির উপর নির্মিত সকল বেষ্টনী ও খুঁটি, এবং এইরূপ ভূমি সংলগ্ন সকল গাছ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

---

* এই আইনে সর্বত্র, বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "পূর্ব পাকিস্তান" এবং "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে ভিন্নরূপ অর্থ প্রকাশ ব্যতীত "বাংলাদেশ" এবং "সরকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

১ বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত।

২ বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "বেঙ্গল" শব্দটি বিলুপ্ত।

৩। **সরকারি সড়ক সাময়িক বন্ধকরণ।**—সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদ্‌বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো কর্মকর্তা সড়কের দৃশ্যমান অংশে প্রদর্শিত সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারি সড়ক মেরামতের উদ্দেশ্যে অথবা পয়ঃ প্রণালী, ড্রেইন, কালভার্ট অথবা সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ অন্য কোনো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে যেকোনো সরকারি সড়ক অথবা ইহার অংশবিশেষ সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অনুরূপ সরকারি সড়ক অথবা ইহার অংশবিশেষ বন্ধ ঘোষণার পূর্বে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, উক্ত সড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রবেশ পথ না থাকিলে অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত পর্যাপ্ত প্রবেশ পথের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য থাকিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে সড়কের বিস্তৃতি অর্ধ মাইলের অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে একই সঙ্গে অনুরূপ বন্ধ সড়ক বা উহার অংশবিশেষের দৈর্ঘ্য অর্ধমাইলের অধিক হইবে না এবং, সম্ভব হইলে, অনুরূপ সড়কের বন্ধ অংশের জন্য বিকল্প সড়কের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

[১][**৩ক। সরকার কর্তৃক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন সড়কসমূহের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।**—সরকার, যেকোনো সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো আইন দ্বারা অথবা কোনো আইনের অধীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত কোনো সরকারি সড়কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং উক্ত সড়কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকার স্বয়ং পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবে; এবং অতঃপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উক্ত সড়কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।]

৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, পূর্ববর্তী প্রকাশনার পর, নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(অ) সরকারি সড়কে যানবাহন এবং নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে;

[১][(অঅ) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক নামে অভিহিত সরকারি সড়কের দশ মিটার পর্যন্ত নির্মাণ কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে;

(আ) অনুরূপ সড়কের উপরে অথবা সন্নিকটে প্রতিবন্ধকতা এবং অবৈধ দখল এবং বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে;

(ই) অনুরূপ সড়ক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে; এবং

(ঈ) মেরামত অথবা অন্যান্য কার্য বা বিশেষভাবে ধারা ৩ এ বিধৃত উদ্দেশ্যে, অনুরূপ সড়কের সাময়িক বন্ধ করণের লক্ষ্যে।

[বেঙ্গল হাইওয়েস (সিলেট এক্সটেশন) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬(আ)] দ্বারা উপ-ধারা (২) এবং (৩) বাতিল।

---

১ বেঙ্গল হাইওয়েস (সিলেট এক্সটেশন) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ এর পরিবর্তে ধারা ৩ক সন্নিবেশিত।

৫। দণ্ড।—এই আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত বিধি লংঘন করা হইলে, লংঘনকারী অনধিক [২][দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, এবং অব্যাহত লংঘনের জন্য ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং উক্তরূপ লংঘনে দোষী সাব্যস্ত হইবার পর উক্ত লংঘন অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবে।]

---

১ মহাসড়ক (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা (কক) সন্নিবেশিত।

২ মহাসড়ক (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা "দশ টাকা এবং এইরূপ লংঘন অব্যাহত থাকিলে আরও অনধিক এক টাকা জরিমানা" এর পরিবর্তে "দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অব্যাহত লংঘনের জন্য ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং উক্তরূপ লংঘনে দোষী সাব্যস্ত হইবার পর উক্ত লংঘন অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd